দৈনিক বাংলা

0 - 012

তারিখ ... ২২/৫/৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের অন্যতম প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের গতকাল দুপুরে বারোটায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৬ বছর।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মোদাব্বেরের মৃত্যু সংবাদে রাজধানীর কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে তাঁর অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, দীর্ঘদিনের সহকর্মী আত্মীয়স্বজনসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ মোহাম্মদপুরস্থ গজনবী

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

রোডের বাসভবনে ছুটে যান। বিচারপতি জনাব নূরুল ইসলাম দৈনিক দেশ সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ নূরী, কবি তালিম হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী নির্মল সেন প্রমুখ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে তাঁর বাসভবনে গিয়ে সান্তনা প্রদান করেন।

গতকাল বাদ আসর জাতীয় প্রেস ক্লাবে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমান মরহুমের শবাধারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের জাতীয় প্রেস ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বুলবুল একাডেমীরও প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মোহাম্মদপুর জামে মসজিদে মরহুমের দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বাদ মাগরেব মোহাম্মদপুর গোরস্তানে জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বেরের মরদেহ সমাহিত করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, এক কন্যাসহ অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

১৯০৮ সালের ৬ই অক্টোবরে বশিরহাট মহকুমার হারোয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন জমিদার। নাম মোহাম্মদ মোদাব্বের, স্যার অরেন মুখার্জি স্কুল থেকে ১৯২২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থায় মাঝে মধ্যেই তাঁকে জেলহাজতে কাটাতে হয়েছে। ১৯২৮ সালে নন কো-অপারেশন মুভমেন্টে তাঁর প্রথম জেল হয়। এরপর ১৯৩২ সালে দিল্লীতে গেফতার হন সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে। আন্তঃপ্রদেশ ষড়যন্ত্র মামলায় গেত্তার হন ১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে। তাঁর চাচা মোঃ মুজিবর রহমান ছিলেন সাংবাদিক এবং দি মুসলমান পত্রিকার সম্পাদক। তারই কাছে পাঠ্যবস্থায় মোদাব্বের সাংবাদিকতা শেখেন। তারপর নেতাজী সুভাষ বসুর ডেইলী ফরওয়ার্ড পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩৫-এর শেষের দিকে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় এবং ১৯৩৬-এ নিউজ এডিটর হয়ে যোগ দেন 'দৈনিক আজাদ'-এ। ১৯৪৮ সালে তিনি যোগ দেন 'দৈনিক ইত্তেহাদে'। ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং অর্ধসাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' নামে নিজের সম্পাদনায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৬৫ পর্যন্ত এই পত্রিকা চালিয়ে যান। এর মধ্যে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দৈনিক মিল্লাত' প্রকাশিত হয় এবং এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন মোদাব্বের সাহেব।

আজাদের পৃষ্ঠায় বাগবান ছদ্মনামে প্রথম তিনি 'মুকুলের মহফিল' সম্পাদনা করতেন। মুকুল ফৌজ আন্দোলনের তিনি প্রথম উদ্যোক্তা।

মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের এম এন রায়ের রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী ছিলেন।

জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় পূর্ব রণাঙ্গনের 'ওয়ার করেসপন্ডেন্ট' ছিলেন। এই সময় তিনি বার্মা, কোহিমা, ইন্দোচীন রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধের খবর পাঠাতেন।

পদক ও পুরস্কার

সাহিত্য কর্ম ও সাহিত্য সেবার জন্যে ১৯৬২ সালে জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৯ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় একুশের পদকে ভূষিত করা হয়।

চীন এবং রাশিয়া ছাড়া তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শিশু কল্যাণ পরিষদ, রেডক্রস যক্ষ্মা সমিতির সঙ্গে জড়িত থেকে কাজ করেছেন। রেডক্রস এবং শিশু একাডেমী ও জাতীয় শিশু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর লেখা বই : ছোটদের জন্য

• হীরের ফুল, তাক ডুমাডুম, কিসসা শোন, গল্প শোন, ডানপিটের দল, সন্ধানী আলো, আনলো যারা জীবন কাঠি, যাত্রা হলো শুরু, এক থলি নাটক।

বড়দের জন্য

মিসেস লতা স্যান্যাল এবং আরো অনেকে, মুক্তি মন্ত্রে মুসলিম নারী, জাপান ঘুরে এলাম, প্রবাল দ্বীপে, মুক্তি সংগ্রামে টাঙ্গাইল, সাংবাদিকের রোজনামচা।

কুলখানি

আগামী মঙ্গলবার বাদ আছর মরহুমের ৫/৩, গজনবী রোডস্থ বাসভবনে (জয় ভিলা) কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে। মরহুমের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে এতে যোগদানের অনুরোধ করা হয়েছে।